'ক্বাসরুল আমাল' গ্রন্থের অনুবাদ

সালাফদের চাওয়া-পাওয়া

বই	**সালাফদের চাওয়া-পাওয়া**
লেখক	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀
ভাষান্তর	নুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির, সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
সম্পাদনা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পরিষদ
বানান সমন্বয়	মাকামে মাহমুদ ও অন্যান্য
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

‘কাসরুল আমাল’ গ্রন্থের অনুবাদ

সালাফদের চাওয়া-পাওয়া

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

সালাফদের চাওয়া-পাওয়া

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

স্বত্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২০০, US $ 10, UK £ 6

SALAFDER CAWA-PAWA

Writer : Imam Ibn Abid Dunya
Translated : Munirul Islam Ibn Jakir, Saifullah Al Mahmud

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, Under Ground, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95377-0-0

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

ইদলিবের মাজলুম মুসলিমদের প্রতি।
আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জান্নাতের
লাল ও হীরার বাড়ি দান করুন।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

প্রতিদিন সকাল পেরিয়ে ভোর হয়, ভোর পেরিয়ে আবার সন্ধ্যা। এভাবেই ফুরিয়ে যায় জীবনের আয়ু। একদিন এসে যায় অন্তিম মুহূর্ত। আমরাও চলে আসি জীবন সায়াহ্নে। মৃত্যুর ঘাটে। আমরা জানি, জীবনের এই নানা আয়োজন একদিন মৃত্যুর কাছে হেরে যাবে। তবুও ভঙ্গুর এ জীবন নিয়ে আমাদের থাকে শত স্বপ্ন। হাজারো চাওয়া-পাওয়া। অথচ আমাদের এ জীবন হচ্ছে গনিমতস্বরূপ। এটা কোনো রঙ্গমঞ্চ নয়।

এখানে শত চাওয়া-পাওয়াকে বিলীন করে আমাদের কামনা করতে হবে পরকালের জীবনকে। কুড়িয়ে নিতে হবে ওপারের রশদ। দুনিয়াতে সব চাওয়া পূরণ হবে না বলেই তো আল্লাহ তাআলা জান্নাত নামক একটি জায়গা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই চলুন, দুনিয়ার শত চাওয়া-পাওয়াকে বিলীন করে আখিরাতের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দিই। আর আখিরাতের চাওয়া-পাওয়ার গ্রন্থিত রূপই—*সালাফদের চাওয়া-পাওয়া*।

দুই.

প্রিয় পাঠক, দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে আল্লাহর রহমতে বইটি আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারছি। দীর্ঘ এই কালক্ষেপণের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে দেরি হলেও আশা করি বইটি আপনাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

বইটি অনুবাদ করেছেন মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির এবং সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ। তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

প্রিয় পাঠক, জীবন বদলে দেওয়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই আমরা অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সাথেই প্রকাশ করেছি। কিন্তু তারপরও যদি কোনো অসংগতি বা ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না। আমরা কৃতজ্ঞ হব।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৮ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

হামদ ও সালাতের পর...

জীবনের এই সফর একদিন শেষ হয়ে যাবে। স্বল্পকালীন এই দুনিয়ার মোহ নিয়ে আমাদের যত আশা রয়েছে, তা একদিন নিমিষেই মুছে যাবে। ম্লান হয়ে যাবে শত-শত চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছেটুকু।

প্রতিদিন ভোর পেরিয়ে সন্ধ্যারা নেমে আসে, আবার সন্ধ্যা শেষে রাত। রাত পেরিয়ে সুবহে সাদিক। এভাবেই আমরা এগিয়ে চলছি—জীবন সায়াহ্নে। মৃত্যু-পানে।

আমরা মনে করি, মৃত্যু মানেই জীবনের সমাপ্তি, না। সত্যিকার জীবন মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়। আমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে চাওয়া-পাওয়ার ছক আঁকতে-আঁকতে ভুলে যাই পরকালের কথা। অথচ জীবন যখন শেষ স্টেশনে এসে থমকে দাঁড়ায়, তখন আমাদের উপলব্ধি হয় জীবন নিয়ে। আফসোস হয়; মনে হয়, জীবন আর দুনিয়া নিয়ে যে চাওয়া-পাওয়া আমরা বুকে লালন করেছি, তা একেবারেই বৃথা।

দুনিয়াতে আমরা এসেছি মুসাফির হয়ে। কিংবা একজন পথিক হয়ে। আমাদের সব চাওয়া-পাওয়া হবে আখিরাতকে ঘিরে। পরকালের চাওয়া-পাওয়াই হবে প্রকৃত চাওয়া-পাওয়া।

এই দুনিয়া বা জীবন নিয়ে আমাদের কতটুকু আশা এবং চাওয়া-পাওয়া থাকা উচিত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবি রাদিয়াল্লাহু

আনছুম ও আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরিরা এই দুনিয়ার ব্যাপারে কতটুকু কামনা করতেন, কতটুকুর আশা করতেন, এ বিষয়টি নিয়ে তৃতীয় হিজরি শতকের মহান একজন প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু : ২৮১ হিজরি) রচনা করেছেন—*কাসরুল আমাল* নামক একটি গ্রন্থ। তারই ভাষান্তরিত রূপ হলো—***সালাফদের চাওয়া-পাওয়া***।

অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে। সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করছি—

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয় এবং বইটি পাঠ সুখ্য হয়।

২.অনূদিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণসনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্ত জনের নামটিই রাখা হয়েছে। যাতে দীর্ঘ সনদ পাঠে—পাঠক ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

৩. বইটির সিংহভাগ অনুবাদ করেছেন—মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির ভাই। আমি আংশিক অনুবাদ করেছি। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমরা সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিস সূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে—আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ!

প্রিয়পাঠক, অনেক কথা হয়ে গেল, আর নয়। এবার তাহলে—আমরা ধীরেধীরে প্রবেশ করি সালাফদের রেখে যাওয়া এক অমূল্য সম্পদ ***সালাফদের চাওয়া-পাওয়া***-এর পুষ্প কাননে।

—সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
১৫-১১-২০১৯ খ্রি.

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পরদাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আজাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবি ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাইদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামিসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরিদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহর শাগরিদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরিদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালক ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রাহিমাহুল্লাহুমসহ আরও অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে ইলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ অনেক কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্রায় ১৬২ টি কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো :

১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ। ২. আল ইখওয়ান। ৩. ইসলাহুল মাল। ৪. আল আহওয়াল। ৫. আল আওলিয়া। ৬. তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল। ৭. আত তাওবা ৮. আত তাওয়াযু। ৯. আত তাওয়াক্কুল। ১০. আল হিলমু। ১১. যাম্মুল গিবাহ। ১২. যাম্মুদ দুনিয়া। ১৩. আশ শোকর। ১৪. আশ শিদ্দাতু বা'দাল ফারাজ। ১৫. আয যুহুদ। ১৬. আস সামত ও হিফযুল লিসান। ১৭. আল ইখলাস।

এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে।

তাঁর ব্যাপারে অন্যান্যদের প্রশংসাবাণী

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া (আল্লাহ তাআলা রহম করুক) তাঁর মৃত্যুর সাথে অনেক ইলমের মৃত্যু হয়ে গেছে।'

ইবনু আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার বাবার সাথে তাঁর হাদিস লিখেছি। বাবা বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।'

মৃত্যু

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ ২৮১ হিজরি সনে জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। 'শাওনিযিয়্যাহ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূচিপত্র

বাসনার বিপর্যয় ২৩
যেন তুমি মুসাফির ২৩
দুটি বিষয়ের ভয় ২৪
এটি আমলের জায়গা, ওটা প্রতিদানের জায়গা ২৫
যে আল্লাহকে লজ্জা করে ২৫
সাহাবির বাসনায় রাসুলের বিস্ময় ২৬
অজুর পূর্বেই তায়াম্মুম ২৬
জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও... ২৬
আদম সন্তানের আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত ২৭
বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে আকাঙ্ক্ষা ২৯
সফলতা ও ব্যর্থতার সোপান ৩০
আশা-আকাঙ্ক্ষা দুর্বল হয় না ৩০
ঈসা আলাইহিস সালাম ও এক বৃদ্ধের ঘটনা ৩১
যদি ভুল না হতো ৩১
যা জানলে জমত না হাট-বাজার ৩১
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আহমক হিসেবে ৩২
সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিস্ময় ৩২
উত্তম আমল ৩২
প্রকৃত যুহুদ ৩৩
কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয় ৩৩
মৃত্যুর চিন্তাই দীর্ঘ আশাকে দমাতে পারে ৩৩
তিনজন আলিমের ঘটনা ৩৪
সহজ জীবন যার ৩৪
পূর্বসূরিদের আশার সীমা ৩৪
আশা দীর্ঘ হয় যে কারণে ৩৫
দীর্ঘ আশা থেকে বাঁচা কঠিন ৩৬

পূর্বসূরিরা যেভাবে জীবনযাপন করতেন ৩৬
দুনিয়ার ব্যাপারে আশ্রয় চাওয়া ৩৬
বৃদ্ধের মন যে ব্যাপারে যুবক থাকে ৩৭
মৃত্যু—আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন করে দেয় ৩৭
দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় ৩৮
দীর্ঘ আশা অন্তরকে শক্ত করে দেয় ৩৮
নবিরাও যার জন্য ভীত থাকতেন ৩৯
দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টান্ত ৩৯
আগামীকাল কিসসা-কাহিনিতে পরিণত হবে ৪০
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনকারী যখন মৃত হয়ে যায় ৪১
মৃত্যুকে প্রিয় বানানোর উপায় ৪১
বেলায়েতের পূর্ণতা যে আমলে ৪২
আশার মরীচিকা ৪৩
আদম আলাইহিস সালাম যখন ভুল করেছিলেন ৪৪
মুসাফির তো কেবল প্রস্থানেরই অপেক্ষা করছে ৪৪
মৃত্যু কতটা নিকটে! ৪৫
সব রহস্য প্রকাশ পেয়ে যাবে ৪৭
বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত, অথচ! ৪৮
প্রবৃত্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ৪৯
উমর ইবনু আবদুল আজিজের শেষ নসিহত ৪৯
আবু সিনানের দুনিয়াত্যাগ ৫০
মিছে আকাঙ্ক্ষা ৫০
আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘোর ৫১
মনে করো এটিই শেষ মজলিস ৫২
এখন মরতে প্রস্তুত? ৫২
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন সালাফরা ৫২
দুনিয়ার হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার রাখা ৫৩
মৃত্যুর ফেরেশতা অপেক্ষা করবে না ৫৩
মিছেমিছি আশা ৫৩
কীসের ধোঁকায় পড়ে আছ? ৫৪
আকাঙ্ক্ষার পেছনে লেগে আছে মৃত্যু ৫৪
রং-বেরঙের আকাঙ্ক্ষার জাল ৫৫
তোমার কাফনের কাপড় হয়তো প্রস্তুত ৫৫
মুমিনের উত্তম দিন ৫৬

মৃত্যুর ফেরেশতা উদাসীন নয় ৫৬
দুর্ভাগ্যের আলামত ৫৭
নিয়ামতকে গ্রহণ না করা যুহুদ নয় ৫৭
সালাফদের মৃত্যুভীতি ৫৭
মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায় নেই ৫৮
দীর্ঘ আশা দুর্বল আমলের কারণ ৫৮
আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক ৫৯
পরকালের সরঞ্জাম প্রস্তুত করো ৫৯
আকাঙ্ক্ষার বেড়াজালে দুনিয়া ৫৯
যেন তোমাকে ঈর্ষা করা হয় ৫৯
মনে করো যেন কবরে আছ ৬০
আশা দূরবর্তী, মৃত্যু নিকটবর্তী ৬০
দীর্ঘ আশা নেক আমলের প্রতিবন্ধক ৬১
শয়তানের রাজত্ব ৬১
নামাজ দ্বারা উপকৃত হতে চাইলে ৬২
দীর্ঘ আশা বদআমলের কারণ ৬২
অচেনা যুবকের নসিহত ৬২
যা পাবে না তার আশা ৬২
সাতটি বিষয়ের পূর্বেই আমলে ধাবিত হওয়া ৬৩
পাঁচটি সুবর্ণ সুযোগ ৬৪
সুস্থতা ও অবসর নিয়ে মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত ৬৫
যে ভয় করে সে পূর্বেই সতর্ক হয় ৬৫
কিয়ামত সন্নিকটে ৬৬
ধেয়ে আসছে মৃত্যু ৬৬
কিয়ামত প্রতিশ্রুত ৬৬
দুনিয়ার অবশিষ্ট বয়স ৬৬
দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ৬৮
কিয়ামত সন্নিকটে ৬৮
দুনিয়া ছায়ার মতো ক্ষণস্থায়ী ৬৯
নিদ্রা ও অবসর ৭০
যে অবসর সময় কাজে লাগায়নি তার শাস্তি ৭০
যখন অন্তরে নুর প্রবেশ করে ৭০
উত্তম আমলের ব্যাখ্যা ৭১
আক্ষেপ ওই ব্যক্তির জন্য... ৭১

জলদি করো, বাঁচার চেষ্টা করো ৭২
যাত্রা শুরু করো ৭২
মৃত্যুর ফেরেশতার তাড়া ৭২
দাউদ আত-তায়ির অবস্থা ৭২
ব্যস্ততাকে বিদায় জানাও ৭৩
সব কাজে ধীরতা, আখিরাতের আমলে দ্রুততা ৭৩
আমলের সুযোগকে গনিমত মনে করো ৭৩
সুস্থতা ও অবসরকে গনিমত মনে করো ৭৩
মৃত্যু তোমাকে তালাশ করছে ৭৩
আমলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করো ৭৪
প্রতিটি দিন সুবর্ণ সুযোগ ৭৪
গণনা হচ্ছে সবকিছু ৭৪
উপদেশকে গনিমত মনে করা ৭৬
আবু মুসা আল-আশয়ারির মুজাহাদা ৭৬
রবের দিকে যাত্রা করো ৭৬
পাথেয় গ্রহণ করো ৭৭
যখন যুক্তিতর্ক বন্ধ হয়ে যাবে ৭৮
সালমান ফারসির মৃত্যুভয় ৭৮
দীর্ঘ আশা হৃদয়কে শক্ত করে দেয় ৭৮
হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের কান্না ৭৯
আমলনামা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই আমল করা ৭৯
সব জেনেশুনেও মানুষ উদাসীন ৭৯
দুনিয়ার কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার স্থান ৮১
আজই আমলের সময় ৮১
শয়তানের কাজ ৮১
কুপ্রবৃত্তির ফিতনা ৮২
প্রখর রৌদ্রের দিনে রোজা ৮২
যা ছিলই না ৮৩
জীবন তো মাত্র কয়েকটি রাত ৮৩
সরল জীবন, সহজে নাজাত ৮৩
মানুষ তো মেহমানের মতো ৮৩
ঘরগুলো খালি হয়ে যাবে ৮৪
দুনিয়া হলো ক্ষণিকের মঞ্জিল ৮৪
মৃত্যুশয্যায় হাসান বসরি ৮৪

মৃত্যু সুনিশ্চিত ৮৪
তাওবা করতে বিলম্ব করো না ৮৫
বারবারির কবিতায় মৃত্যুর বাস্তবতা ৮৫
দুনিয়াটাই অল্প ৮৬
নিজেকে ভুলে যেয়ো না ৮৭
দুটি দিন যেন বরাবর না হয় ৮৭
রাখালের আল্লাহভীতির ঘটনা ৮৮
রোজাদারদের প্রশংসায় আঘাত ৮৯
মৃত্যুর পর অনুশোচনা কাজে আসবে না ৮৯
আমলের প্রতিযোগিতায় ধীরতা নয় ৯০
জীবন সংক্ষিপ্ত, সফর দীর্ঘ ৯০
মৃত্যু কতটা নিকটে ৯১
দীর্ঘ আশা স্বভাব নষ্ট করে দেয় ৯১
জীবন ফুরাবার আগে ৯১
জান্নাত-জাহান্নাম তো তোমার সামনেই ৯২
মৃত্যুর উপলব্ধি ৯২
মৃত্যু তো অবধারিত ৯৩
মৃত্যুগামীদের আনন্দ মৃত্যুতেই ৯৪
পূর্ব থেকেই আমল করা ৯৪
মানুষ তাওবার দিকে মন্থর ৯৫
ভবিষ্যতের সংকল্প ও ইচ্ছা ৯৫
শয়তানের সৈন্য ৯৫
তাওবার সময় এখনই ৯৬
ভবিষ্যতের চিন্তা বাদ দাও ৯৬
বিজ্ঞদের কথা ৯৭
নেক কাজকে স্বভাবে পরিণত করো ৯৭
যে জালে মানুষ আবদ্ধ ৯৮
জাহান্নামিদের চিৎকার ৯৮
কল্পনার জগৎ থেকে বেঁচে থাকো ৯৮
আগামীকালের আশা ছাড়ো ৯৯
জীবন তো সামান্য ৯৯
হাসান বসরির উপদেশ ৯৯
কত সুস্থ মানুষের মৃত্যু হয়ে গেছে ১০০
মৃত্যু ছাড়া আর কী বাকি আছে? ১০০

আল্লাহর দিকে অগ্রসর হও ১০১
হাসান বসরি ও উমর ইবনু আবদুল আজিজের পত্রালাপ ১০১
শয়নকালে একজন মনীষীর আমল ১০১
যা না হলে দুনিয়া ও নারীর আসক্তি হতো না ১০২
দালান-কোঠা নির্মাণে কল্যাণ নেই ১০৩
আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন ১০৪
পতনের পূর্বে সুযোগ দেওয়া হয় ১০৪
মৃত্যু তো খুব কাছেই ১০৪
দুজন আমানতদার ১০৪
যে খরচে বরকত নেই ১০৫
কিয়ামতের আলামত ১০৫
সাহাবিদের ঘর-বাড়ির প্রতি নিমগ্নতায় রাসুলের উপদেশ ১০৪
উম্মুল মুমিনিনদের ঘর ১০৬
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর-বাড়ি ১০৭
খাব্বাব ইবনুল আরাতের অবস্থা ১০৭
সম্পদের যাকাত আটকে দিলে ১০৭
প্রয়োজনীয় দালান-কোঠা নির্মাণের হুকুম ১০৭
নুহ আলাইহিস সালামের ঘর ১০৮
ঈসা আলাইহিস সালামের ঘর ১০৯
প্রতিবেশীর স্বাস্থ্যকর বাতাসকে রুখে না দেওয়া ১০৯
বনি ইসরাইলের এক সম্প্রদায়ের ঘটনা ১০৯
দুনিয়া আবাদের জায়গা নয় ১০৯
মারওয়ান ইবনুল হাকামকে তিরস্কার ১১০
দামেশকবাসীর উদ্দেশ্যে আবু দারদার ভাষণ ১১০
যারা অহংকার থেকে মুক্ত ১১১
ফিরাউনের মতো লোক ১১১
দাজ্জালের প্রশ্ন ১১২
আবু দারদার শাস্তি ১১২
দালান নয়, জ্বলন্ত অঙ্গার ১১২
এই ঘর তো প্রস্থানের ঘর ১১২
এক যুবকের হিদায়াতের ঘটনা ১১৩
এক বাদশার হিদায়াতের আশ্চর্য ঘটনা ১১৩
ইবনু মুতির মৃত্যু-উপলব্ধি ১১৫
কয়েকটি ব্যাপারে রাসুলের আশঙ্কা ১১৬

আসমানবাসী তোমাকে অপছন্দ করছে ১১৭
আমরা তো কেবল একজন পথিক ১১৮
প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখা ১১৮
ঘরের ছাদ কতই-না নিচু ১১৮
দালান-কোঠার প্রতি নবিজির অনিহা ১১৯
একটি ব্যয়ের কোনো প্রতিদান নেই ১২০
যে ঘর মালিকের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে ১২১
একটু পরেই তো আমরা ওপারে চলে যাব ১২১
দুনিয়া তো কেবল একটি আস্তাবল ১২১
কিছু সময় বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেছি ১২২
কিয়ামতের দিন কোনো কাজকে বোঝা বানাব না ১২২
চলো, দুনিয়া দেখে আসি ১২২
আস্তাবলের সাথে দুনিয়া সাদৃশ্যতা ১২৩
ঝাড়ু দিয়ে ফেলানো ময়লাই হলো দুনিয়া ১২৩
গির্জায় চড়ে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত দেখানো ১২৩
ঘর নির্মাণের কোনো প্রতিদান নেই ১২৪
উমর ইবনু আবদুল আজিজের চিঠি ১২৪
বাদশাহর সখের রাজবাড়ি ১২৫
কেন ঘর নির্মাণ করবে ১২৫
দুনিয়াবাসী তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে ১২৬
ওপারের চিন্তা না থাকলে আজ তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করতাম ১২৭
তারা রবের বাগান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ১২৭
শেষ বিদায় ১২৭
যার মৃত্যু সুনিশ্চিত তার জন্য এ জায়গাটুকুও তো অধিক ১২৭
ওপারে তারা নিজেদের অট্টালিকা বিরান করছে ১২৮
আমি তো কেবল পথযাত্রী ১২৮
ঈসা আলাইহিস সালামের উপদেশ ১২৮
মক্কার সুউচ্চ প্রাসাদগুলো থেকে পুঁজ নির্গত হবে ১২৯
ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নসিহা ১২৯
তাদের আমলগুলোই আজ তাদের পাথেয় ১৩০
পরাক্রমশালী মালিকের ক্রোধ ১৩০
আজ তোমার অধিবাসীরা কোথায় ১৩২
পরক্ষণেই জমিন বলে উঠল ১৩২
শাস্তিও তোমাদের জন্য নিজেকে বৈধ মনে করবে ১৩২

একজন সালাফের অবস্থা ১৩৩
নবিজির সুন্নাহই সবকিছু থেকে উত্তম ১৩৩
মসজিদ সম্পর্কে ইবনু আবদুল আজিজের চিঠি ১৩৪
শহরটা তাকওয়া দিয়ে সুশোভিত করো ১৩৪
আমি কখনো নির্মাণের জন্য একটি দিরহামও ব্যয় করিনি ১৩৪
ঈসা আলাইহিস সালামের কথোপকথন ১৩৪

হে মুসাফির,
কী তোমার গন্তব্য
কোথায় তুমি যাচ্ছ?

বাসনার বিপর্যয়

যেন তুমি মুসাফির

[১] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، وَكَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ.

> তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো, যেন তুমি একজন অপরিচিত কিংবা পথচারী, মুসাফির। তুমি নিজেকে সর্বদা কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো।

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন, 'যখন তুমি সকালে উপনীত হও, তখন সন্ধ্যার চিন্তা করো না। আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন সকালের চিন্তা করো না। মৃত্যুর জন্য নিজের জীবন থেকে পুঁজি সংগ্রহ করো। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো। কেননা, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জানো না যে, আগামীকাল তোমার কী নাম হবে! (জীবিত না মৃত)।'[১]

[২] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

[১] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং : ৬০৫৩; তিরমিজি, *আলামাজানি*, হাদিস নং : ২৩৩৩; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হাদিস নং : ৪১১৪ (কাছাকাছি শব্দে)।

দুটি বিষয়ের ভয়

[৩] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَشَدَّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَيْنِ: اتِّبَاعَ الْهَوَى، وَطُولَ الْأَمَلِ. فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَإِنَّهُ يَعْدِلُ عَنِ الْحَقِّ. وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَالْحُبُّ لِلدُّنْيَا

আমি তোমাদের ব্যাপারে যে দুটি বিষয়ের সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং সীমাহীন বাসনা। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক পথ থেকে সরিয়ে দেয় আর বাসনা জন্ম দেয় দুনিয়ার ভালোবাসা।

এরপর তিনি বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَيُبْغِضُ. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ أَلَا إِنَّ لِلدِّينِ أَبْنَاءً، وَلِلدُّنْيَا أَبْنَاءً. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدِّينِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُوَلِّيَةً، وَالْآخِرَةَ قَدِ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي يَوْمِ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهِ حِسَابٌ، أَلَا وَإِنَّكُمْ تُوشِكُونَ فِي يَوْمِ حِسَابٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ.

'দুনিয়া তো আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকেও দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন, আর তাকেও দান করেন যাকে তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে ইমানের নিয়ামত দান করেন।

শোনো! কিছু লোক হয় দ্বীনের জন্য আর কিছু লোক হয় দুনিয়ার জন্য। অতএব তোমরা তাদের মতো হও, যারা দ্বীনের জন্য হয়। আর তাদের মতো হয়ো না, যারা দুনিয়ার জন্য হয়ে থাকে।

শোনো! দুনিয়া তোমাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে আর আখিরাত (ক্রমে) সামনে আসছে। তোমরা এমন দিনে আছ যেখানে আমল করতে হয়, হিসাব দিতে হয় না। অচিরেই এমন দিন আসবে, যেখানে হিসাব দিতে হবে, আমল করা যাবে না।[২]

---

[২] হাদিসটি মাওকুফ হিসেবে সহিহ, যা আমরা ৪৯ নং হাদিসের তাহকিকে আলোচনা করব। কিন্তু মারফু হিসেবে, এই সনদে হাদিসটি দুর্বল। সনদে ইয়ামান ইবনু ছুফাইফা দুর্বল, আর আলি ইবনু হানযালা এবং তার বাবা মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী। [ইবনুল জাওযি, *আলইলালুল মুতানাহিয়াহ*, ২৩২৯-৩৩০]

এটি আমলের জায়গা, ওটা প্রতিদানের জায়গা

[৪] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الْهَوَى وَطُولَ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ. وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيَصُدُّ عَنِ الْآخِرَةِ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ. وَهَذِهِ الْآخِرَةُ قَادِمَةٌ، وَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا بَنِي الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ جَزَاءٍ وَلَا عَمَلَ.

আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো—প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং সীমাহীন বাসনা। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করে আর দীর্ঘ আশা পরকালের ব্যাপারে উদাসীন করে দেয়। দুনিয়া তো মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে আর আখিরাত (ক্রমে) সামনে আসছে। আর উভয়েরই কিছু সন্তান হয়। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, আজ তোমরা এমন যেখানে আছ, এটি আমল করার জায়গা। আর কাল এমন স্থানে যেতে হবে, যেটি হবে আমলের প্রতিদানের জায়গা, আমলের জায়গা নয়।[৩]

যে আল্লাহকে লজ্জা করে

[৫] উম্মুল মুনজির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে ফিরে বললেন—

أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ مِنَ اللهِ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَتَأْمُلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَعْمُرُونَ

হে লোকসকল, তোমরা কি আল্লাহকে লজ্জা করো না? লোকেরা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহকে লজ্জা করার অর্থ কী? তিনি বললেন—তোমরা

[৩] হিন্দি, *কানযুল উম্মাল* : ৪৩৭৬৪; মারফু, জয়ীফ। সনদে মুয়াবিয়া ইবনু মুয়াবিয়ার পরবর্তী বর্ণনাকারীর নামে তাসাম্মুহ রয়েছে। হাফিজ ইরাকি এর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [*ইতহাফ*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৩৭]

এমন জিনিস জমা করো যা ভোগ করতে পারো না। এমন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো যা লাভ করতে পারো না। এমন বাড়ি নির্মাণ করো যেখানে চিরদিন থাকতে পারো না।[৪]

সাহাবির বাসনায় রাসুলের বিস্ময়

[৬] আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এক মাসের জন্য ১০০ দিনার দিয়ে একজন দাসী খরিদ করেন। (এই সংবাদ শুনে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কি উসামার ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হও না যে, সে এক মাসের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করে? উসামার আশা তো দেখছি বেশ লম্বা! কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! যখনই আমি চোখের পলক ফেলি, তখনই মনে হয়, হয়তো দ্বিতীয় পলক ফেলার পূর্বেই আমার রুহ কবজ করে নেওয়া হবে। যখনই আমি চোখ উঠিয়ে দৃষ্টিপাত করি তখনই ভাবি যে, দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করার পূর্বেই আমার রুহ কবজ করে নেওয়া হবে। আর যখনই কোনো খাবারের লোকমা মুখে দিই তখনই মনে হয়, হয়তো লোকমা গিলে ফেলার পূর্বেই আমার রুহ কবজ করে নেওয়া হবে।

হে আদম সন্তান, যদি তোমাদের মধ্যে বিবেচনাবোধ থাকে তবে নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করো। কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের সঙ্গে যার অঙ্গীকার করা হয়েছে (অর্থাৎ মৃত্যু) তা অবশ্যই আসবে। আর তোমরা কোনোভাবেই তা থেকে বাঁচতে পারবে না।[৫]

অজুর পূর্বেই তায়াম্মুম

[৭] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কখনো এমন হতো যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (অজুর) জন্য পানির ব্যবস্থা করা হতো। আর তিনি (আগেই) তায়াম্মুম করে নিতেন। আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! পানি তো নিকটে।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'আমি জানি না, পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কি না (অর্থাৎ, সে পর্যন্ত আমি বাঁচব কি না)।'[৬]

জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও...

[৪] ইরাকি, *ইতহাফ*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৩৭; মারফু, জয়ীফ।
[৫] আবু নুআইম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯১; মারফু, জয়ীফ।
[৬] আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হাদিস নং : ২৬১৪; মারফু, হাসান।

[৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার জুতার ফিতা বানিয়েছে লোহা দ্বারা (যাতে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়)। এটি দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আরে তুমি তো অনেক লম্বা আশার অধিকারী, প্রতিদান প্রাপ্তির ব্যাপারে উদাসীন আর নেককাজকে অপছন্দকারী। (এরপর তিনি বলেন)—

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، كَانَ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ الصَّلَاةُ وَالْهُدَى وَالرَّحْمَةُ، فَذَاكَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا.

যদি তোমাদের কারও জুতার ফিতাও ছিঁড়ে যায়, আর সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে, এর বিনিময়ে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শান্তি, হিদায়াত ও রহমত থাকে—তা তার জন্য পুরো দুনিয়া থেকেও উত্তম।[৭]

আদম সন্তানের আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত

[৯] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আঙুলগুলো জমিনের ওপর রেখে বললেন—

هَذَا ابْنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُهُ مِنْ خَلْفِهِ، وَثَمَّ أَمَلُهُ، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ.

> এটি আদম সন্তান, আর এর পেছনে তার নির্ধারিত মৃত্যু। আর ওই দিকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। এ কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে যাচ্ছিলেন।[৮]

[১০] আবুল মুতাওয়াক্কিল আন-নাজি থেকে বর্ণিত। একদা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাঠের টুকরা নিলেন। তার একটি সামনে রাখলেন। দ্বিতীয়টি একপাশে রাখলেন। আর অপরটি একটু দূরে রাখলেন। এরপর বললেন—'তোমরা কি জানো এটি কী?' সাহাবিগণ বললেন—'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'এটি হলো মানুষ। আর এর পাশেই তার নির্ধারিত সময় (মৃত্যু)। আর ওইটি হলো তার আকাঙ্ক্ষা। আদম সন্তান তার তালাশে লেগে থাকে, কিন্তু এরই মধ্যে তার মৃত্যু এসে পড়ে।'[৯]

---

[৭] সুয়ুতি, *জামউল জাওয়ামি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৭; মারফু, সহিহ।

[৮] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং : ২৩৩৪; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হাদিস নং : ৪২৩২; কাছাকাছি শব্দে।

[৯] হাদিসটি মুরসাল; তবে এই মর্মে মারফু সনদও রয়েছে। তাবরিজি, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং : ৫২৭৮।

[১১] আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

[১২] আবদুল্লাহ ইবনু বুরায়দা তার বাবা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি পাথর নিলেন এবং তা ছুড়ে মারলেন। এরপর বললেন—

هَذَا الْأَجَلُ، وَهَذَاكَ الْأَمَلُ

এটি মৃত্যু আর অপরটি হলো আশা-আকাঙ্ক্ষা।[১০]

[১৩] আবদুল্লাহ ইবনু শিখখির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً، إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ.

> আদম সন্তানের দৃষ্টান্ত এমন যে, তার পাশে ৯৯টি মৃত্যু (বিপদ) ঘিরে রয়েছে। সে এসব মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলেও অবশেষে বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়ে যায়।[১১]

[১৪] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'মানুষের অবস্থা হলো—নানান বিপদাপদ তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে। এর পেছনে আছে বার্ধক্য। আর তার পেছনে আশা-আকাঙ্ক্ষা। মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষার পেছনে পড়ে থাকে আর বিপদাপদও তার পিছু পিছু ছুটে। যার প্রতি হুকুম হয় সে-ই তাকে পাকড়াও করে। যদি মানুষ এসব থেকে বেঁচেও যায় তবে বার্ধক্য এসে তার জীবনাবসান ঘটায়। কিন্তু এরপরও সে আশা-আকাঙ্ক্ষার জালে আটকে থাকে।'[১২]

[১৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরুভূমিতে চতুষ্কোণী একটি বৃত্ত আঁকলেন। তার মাঝ বরাবর আরেকটি রেখা টানলেন। এরপর সেই রেখাটির ডানে-বামে অনেকগুলো রেখা টানলেন। সর্বশেষ লম্বা একটা রেখা টানলেন, একেবারে বৃত্তটির বাইরে পর্যন্ত।

এবার তিনি আমাদের প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি জানো এটি কী?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।' তিনি বললেন—

---

[১০] মারফু, সহিহ।
[১১] মারফু, সহিহ; *সুনানুত তিরমিযি*, হাদিস নং : ২১৫০।
[১২] মাওকুফ, সহিহ; গাজ্জালি, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬৬০।

هَذَا الْإِنْسَانُ لِلْخَطِّ الَّذِي فِي وَسَطِ الْخَطِّ، وَهَذَا الْأَجَلُ مُحِيطٌ بِهِ، وَهَذِهِ الْأَعْرَاضُ الْخُطُوطُ تَنْهَشُهُ، إِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ ذَا، وَذَلِكَ الْأَمَلُ لِلْخَطِّ الْخَارِجِ.

এই হলো মানুষ। আর চতুর্দিকের রেখা হলো তার মৃত্যু, যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর এই মধ্যবর্তী রেখাগুলো (বিভিন্ন বিপদাপদ, যা) তাকে দংশন করে। একটা থেকে সে বেঁচে গেলে আরেকটা এসে দংশন করে। আর গণ্ডির বাইরে চলে যাওয়া রেখাটির দিকে ইশারা করে বললেন—এটি হলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষা।[১৩]

[১৬] জায়েদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে একটি গোলাকার বৃত্ত এঁকে বললেন—এই হলো দুনিয়া। এরপর তার পেছনে আরেকটি বৃত্ত এঁকে বললেন—এটি হচ্ছে মৃত্যু। তারপর তার পেছনে আরেকটি বৃত্ত এঁকে বললেন—এটি হচ্ছে আশা-আকাঙ্ক্ষা। এরপর নিজ হাতে প্রথম বৃত্তের মাঝে একটি ফোঁটা দিয়ে বললেন—এই হলো আদম সন্তান! তার প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষার জালে আটকে থাকে, আর এরই মধ্যে মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নেয়।[১৪]

[১৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ, মৃত্যু এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে এভাবে উদাহরণ দিয়েছেন যে, 'মানুষের একপাশে তার মৃত্যু, আর সামনে আশা-আকাঙ্ক্ষা। মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষার জালে আটকে থাকে আর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নেয়।'[১৫]

বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে আকাঙ্ক্ষা

[১৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ.

---

[১৩] মারফু, সহিহ। বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনু মাজাহ নিজ নিজ গ্রন্থে এ মর্মে বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন।

[১৪] মারফু, জয়িফ; সনদে ইবনু জাবির বিনাদ দুর্বল ও ইবনু ওয়াহিব মাজহুল। আর মতনেও আগপর দুটি শব্দ অবলুপ্ত রয়েছে। তাই হাদিসের পূর্ববর্তী শব্দের ভিত্তিতে এখানে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

[১৫] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং : ২৩৩৪; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হাদিস নং : ৪২৩২; কাছাকাছি শব্দে।

বনি আদম বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার দুটি জিনিস জোয়ান থেকে যায়—(আর তা হলো) লোভ-লালসা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা।[১৬]

[১৯] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ، وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু তার দুটি জিনিস জোয়ান থেকে যায়—সম্পদের লোভ এবং দীর্ঘ জীবনের আশা।[১৭]

সফলতা ও ব্যর্থতার সোপান

[২০] আমর ইবনু শুয়াইব তার বাবা থেকে, তিনি তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

نَجَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِينِ وَالزُّهْدِ، وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ.

এই উম্মাহর প্রথমদিকের লোকেরা ইয়াকিন (আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস) এবং যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি)-এর কারণে সফলতা লাভ করেছে। আর শেষদিকের লোকেরা কৃপণতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[১৮]

আশা-আকাঙ্ক্ষা দুর্বল হয় না

[২১] আবু উসমান আন-নাহদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমার বয়স একশত ত্রিশ বছর হয়ে গেছে। আমার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে।'[১৯]

---

[১৬] মারফু, সহিহ; বাইহাকি, *আয-যুহদুল কাবির*, পৃষ্ঠা : ৪৫৪।
[১৭] মারফু, সহিহ; কাছাকাছি শব্দে বুখারির কিতাবুর রিকাকে হাদিস এসেছে।
[১৮] মুরসাল, জয়িফ; সনদে ইবনু লাহিয়াহ দুর্বল। তার দুর্বলতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত।
[১৯] বাইহাকি, *আয-যুহদুল কাবির*, পৃষ্ঠা : ২৩৫; সনদ সহিহ।

ঈসা আলাইহিস সালাম ও এক বৃদ্ধের ঘটনা

[২২] দাউদ ইবনু আবি হিন্দ এবং হুমায়দ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন। একবার নবি ঈসা আলাইহিস সালাম পথ চলছিলেন। তখন দেখলেন, এক বৃদ্ধ লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছেন। তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, তার আকাঙ্ক্ষা দূর করে দিন।' সাথে সাথে বৃদ্ধ লোকটি লাঙল রেখে একপাশে শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর ঈসা আলাইহিস সালাম আবার দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ফিরিয়ে দিন। সাথে সাথে বৃদ্ধ লোকটি উঠে আবার জমি চাষ করতে লাগলেন।

ঈসা আলাইহিস সালাম ওই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার! আপনি কাজ করছিলেন, মাঝখানে কাজ কেন বন্ধ করে দিলেন?' বৃদ্ধ বললেন—'আসলে কাজ করতে করতে আমার মনে খেয় এলো যে, আর কত কাজ করব? কাজ করতে করতে তো বৃদ্ধ হয়ে গেলাম। এই চিন্তা করে কাজ ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। এরপর আবার মনে হলো, যে পর্যন্ত মৃত্যু না হবে, সে পর্যন্ত জীবন তো চালাতে হবে। আর জীবন চালানোর জন্য তো কাজ করতেই হবে। সুতরাং আবার কাজ শুরু করে দিলাম।'[২০]

যদি ভুল না হতো

[২৩] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি না হতো আর আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকত, তবে মানুষ পথ চলতে পারত না।'[২১]

[২৪] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্য বড় দুটি নিয়ামত।'[২২]

যা জানলে জমত না হাট-বাজার

[২৫] মুতাররিফ ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি আমি জানতে পারতাম আমার মৃত্যু কবে হবে, তবে আমার বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে মৃত্যু থেকে উদাসীন করে তাদের ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। যদি উদাসীনতা না থাকত, তবে মানুষ না জীবন অতিবাহিত করতে পারত, আর না হাট-বাজার জমত।'[২৩]

---

[২০] যুবাইদি, *ইতহাফ*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৩৯; সনদ সহিহ।
[২১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৪০; সনদ সহিহ।
[২২] আবু নুআইম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৪।
[২৩] ইবনুল জাওযি, *সিফাতুস সাফওয়াহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২৪-২২৫; সহিহ।